ধূমপানমুক্ত ভবিষ্যৎ

যুবস্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজন কার্যকর করারোপ

নিয়মিত ধূমপান মানুষের প্রতিটি অঙ্গকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং ধীরে ধীরে মানুষকে অক্ষমতার দিকে নিয়ে যায় [১]। এই স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি প্রশমন করতে তামাকজাত পণ্যকে অবশ্যই তরুণ-তরুণীদের ক্রয় সীমার বাইরে নিয়ে যাওয়ার বিকল্প কিছু নেই।কিন্তু চিন্তার বিষয় হচ্ছে, সময়োপযোগী তামাক পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইনের অভাব, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় সহজলভ্যতা এবং তামাকপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মার্কেটিং কৌশলে যুব সমাজ ক্রমশই তামাকপণ্য সেবনে উৎসাহিত হচ্ছে। এতে করে তামাকের পাশাপাশি অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্যে যুবসমাজ আকৃষ্ট হচ্ছে।

এজন্য তামাকের উপর কার্যকর করারোপ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি তামাক সেবনের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করবে। বিশেষ করে নিম্নবিত্ত ও মধ্যম আয় সীমার মানুষের জন্য বেশি প্রভাব ফেলবে । করারোপের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি পাবে এবং তরুণদের সাশ্রয়ী এবং সহজলভ্য তামাকপণ্য ব্যবহার শুরু করার বা চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করবে। তাছাড়াও, এটি তামাকপণ্য থেকে তৈরি বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্যের প্রতি আসক্তি এবং স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি উভয়ই কমানোর পাশাপাশি সামগ্রিক জাতীয় কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

গ্লোবাল ইউথ টোবাকো সার্ভে অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৩-১৫ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ৬.৯ শতাংশ তামাক সেবন করে থাকে, যার মধ্যে প্রায় ৩ শতাংশ ধূমপায়ী।

প্রতি ১০ জনের মধ্যে একজন শিক্ষার্থীর পূর্বে তামাক পণ্য গ্রহন করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের ধূমপান করার সম্ভাবনা বেশি (১৮.৫ এবং ৩.৯ যথাক্রমে)।

তামাক ব্যবহার ৩০ টির অধিক রোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে। তবে, উল্লেখযোগ্য রোগের ভেতর রয়েছে – ক্যান্সার, ক্রনিক অবসট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি), হৃদরোগ, স্ট্রোক, দৃষ্টিশক্তি লোপ, টাইপ-২ ডায়বেটিকস, বাতরোগ, সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম (শিশুদের ক্ষেত্রে), ইত্যাদি।

"তামাকবিরোধী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষক এবং সামাজিক সংগঠন আসছে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটকে সামনে রেখে তামাক পণ্যে কার্যকর করারোপের প্রস্তাবনা সরকারের কাছে উত্থাপন করেছে"। যেমন, তামাকপণ্যের উপর বর্তমানে প্রচলিত সম্পূরক শুল্ক ৫৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ শতাংশ সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। যাতে করে নিম্ন স্তরের সিগারেটের ভোগ না বাড়ে। আবার, ধোয়াবিহীন তামাকপণ্যের (যেমন জর্দ্দা ও গুল) উপর অধিক হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা । এগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে পাশে উল্লেখিত সুফল গুলো পাওয়া যাবে। পাশাপাশি, সরকারের রাজস্ব আয়ও প্রক্ষেপন অনুযায়ী হবে প্রায় ৪২ হাজার কোটি টাকা।

প্রত্যাশিত ফল

- ১০ লক্ষ তরুণ ধূমপান গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে।
- ৫ লক্ষ তরুণের ধূমপানজনিত অকাল মৃত্যু রোধ করা যাবে।

তামাকমুক্ত ভবিষ্যৎ গড়তে করণীয়

- যথাযথ আইন প্রনয়ণের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিকটবর্তী এরিয়ায় সকল ধরনের তামাকপণ্য বেচাকেনা বন্ধ করা
- যুব সমাজকে ধূমপান থেকে বিরত রাখতে এবং তামাকপণ্যের প্রতি তাদের ঝোক কমাতে, গণসচেতনতা সৃষ্টি করা
- ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্যঝুকি রোধে পরিবারিক, সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তামাকবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা

সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা, প্রচার-প্রচারণা, আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং ধূমপায়ীদের ধূমপান না করার প্রতিজ্ঞা শক্তিশালী করার মাধ্যমে একটি ধূমপানমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

তথ্যসূত্র:

১) CDC. (n.d.). Smoking and Tobacco Use . Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/fast_facts/index.htm

প্রকাশনা

উন্নয়ন সমন্বয়

+8809639-494444 info.unsy.org www.unsy.org